OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 81
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 657 - 664
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 657 - 664
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

সোহরাই সংস্কৃতি : এক অনন্য লোকসংস্কৃতির ধারা

ড. টিনা বসু
সহকারী অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ
জীবনতলা রোকেয়া মহাবিদ্যালয়
Email ID: basu.tina05@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Sohri, Khovar, Isko rock art, Tribe, livestock, Pasupati, Paleolithic age, mural.

Abstract
Tribes have rich and distinctive cultural traditions including their vernacular language, music, dance, and paintings. So, tribal culture has a special importance in Indian cultural map. Sohrai culture is also a tribal culture, which has its root in the Eastern Indian agriculturalist communities. Dance, music and above all, art has evolved around the Sohrai festival, which is a traditional harvest festival of the rural communities in Bihar, Odisha, Jharkhand and West Bengal. This festival strengthens the tie between nature, animals and humans. Over thirty tribal communities like Santhal, Oraon, Munda and Kurmi tribes of eastern India celebrate this festival during the winter harvest season. These tribal communities have kept their heritage and identities almost unchanged that is reflected in their different festivals like Sohrai. This article has tried to depict a sketchy picture of Sohrai festival with special reference to the Sohrai art. Tribal women prepare this Sohrai art from generation to generation since Paleolithic age. They create intricate and lively designs on the mud walls of their houses to exhibit their gratitude to their livestock and show respect for their forefather during the Sohrai festival days. They believe that their abundance and prosperity depends on their livestock and the blessings of their forefathers. Sohri art has two art forms - Sohrai and Khovar. Sohrai is created during the harvest season and Khovar is specially for decorating marriage ceremonies. Sohrai festival and paintings and other artistic endeavors created by the tribal people of eastern India developed into a unique style of cultural heritage with aesthetic expression and as a repository of cultural values, oral traditions and eco consciousness. With time this culture has changed its indigenous flavor. Traditional themes have been replaced by modern themes and natural colours are being substituted by synthetic ones and with times the Sohrai artists have also got chance to exhibit their talent in world market, which in general change their original taste. In this article the focus is on tribal festival Sohri and its cultural features with its significance and transformations in details.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 81
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 657 - 664
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটা গুরুত্বপূর্ন অংশ লোকসংস্কৃতি। শহরের থেকে দূরে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীদের হাত ধরে লোকসংস্কৃতি আপন ছন্দে বিকশিত হয়েছে যুগ যুগ ধরে। নিজেদের ক্ষুদ্র পরিসরে প্রকৃতির কোলে তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ভারতীয় সভ্যতার এক অনন্য সম্পদ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সমস্ত জনগোষ্ঠীগুলি লোকচক্ষুর আড়ালে অকৃত্রিম অথচ প্রাণবন্ত এক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্রষ্টা হয়ে রয়েছে। বহুযুগ অন্তরালে থাকার পর আসতে আসতে বিভিন্ন গবেষকের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে এই সমস্ত সাংস্কৃতিক ধারাগুলি পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্বকে চমকে দিচ্ছে। তাদের ভাষার মাধুর্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, ধর্মচর্চার অভিনবত্ব এক নতুন আলোর সন্ধান দিচ্ছে। এইরকমই একটি লোক সংস্কৃতির অংশ সোহরাই উৎসব, সোহরাই শিল্পকলা, সোহরাই সংস্কৃতি। হাজার হাজার বছর ধরে নীরবে শহরে আদব কায়দা থেকে দূরে এক অনন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে প্রান্তিক মানুষদের হাত ধরে। যার উন্মোচন নিঃসন্দেহে লোকসংস্কৃতির এক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের সাক্ষী করেছে বিশ্ববাসীকে।

বিভিন্ন গ্রামিন জনগোষ্ঠীর মানুষের সহজ সরল জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে কৃষিকাজ। আর তাদের সাথে প্রকৃতির রয়েছে নিবিড় বন্ধন। সোহরাই সংস্কৃতির সাথেও তাই কৃষিকাজ আর প্রকৃতির যোগাযোগ সুগভীর। এই সাংস্কৃতিক বৃত্তের মানুষদের মূল সম্পদই হল আদি অকৃত্রিম প্রাকৃতিক সম্পদ। আর তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূল সূত্র ছড়িয়ে আছে প্রকৃতির বুকে। পাশাপাশি কৃষি হয়ে উঠেছে এই সংস্কৃতির প্রধান আধার। মূলত পূর্ব ভারতের ঝাড়খন্ড অঞ্চলের উৎসব হল সোহরাই আর এই উৎসবকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই সংস্কৃতি। শুধু ঝাড়খন্ডই না, পশ্চিমবঙ্গ, ছত্তিশগড়, বিহার, ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও, কুর্মী প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই উৎসব পালনের চল আছে। কৃষিজীবী এই মানুষগুলোর কাছে শস্য উৎপাদন করতে পারার আনন্দে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানোর উৎসব এই সোহরাই উৎসব। কৃষি, গবাদি পশু এবং প্রকৃতি এই তিনকে কেন্দ্র করে এই উৎসব, এই সংস্কৃতি। শহরের মানুষ যেখানে কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসলকে গলধঃকরণের সময় উৎপাদক কৃষককে ধন্যবাদ জানাতে ভুলে যায়। সেখানে অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রামের এই কৃষকেরা ফসল উৎপাদন করতে পারার জন্য আনন্দিত হয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে উৎসব পালন করে সমারোহে। যদিও বিভিন্ন উপজাতির মানুষদের মধ্যেই কৃষিকে কেন্দ্র করে উৎসব পালন বহু প্রাচীন। সোহরাই সে অর্থে হয়তো ব্যতিক্রমী নয়, তবে নিঃসন্দেহে অনন্য।

সোহরাই কেন্দ্রিক এই আলোচনার মূল লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের সংস্কৃতিকে সর্ব সমক্ষে তুলে ধরা। ভারতীয় জ্ঞানের সম্ভারকে সমৃদ্ধতর করা। সাথে আধুনিকতার নিরিখে তার সঠিক অবস্থানকে মুল্যায়ন করা। কিভাবে বিশ্বায়ন, আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা এই সমস্ত লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে সে বিষয়ে একটা ধারনা লাভ করা। সোহরাই নিয়ে লেখাপত্রের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও সাঁওতালদের শিল্পচর্চা বহু চর্চিত বিষয়। যেমন - S. Pal M.A. Kalam "Modernization of Tribal Wall Paintings : A Study o on the Santhal Community of Datkidih village of Galudih, Purba Singbhum, Jharkhand" (2023) বা A.K Srivastava - "Sohrai the Tribal Art" (2021) এই বিষয়ে গবেষনা করেছে।

'Sohrai' শব্দের উৎপত্তি প্রাচীন 'soro' শব্দটি থেকে যার অর্থ 'to propel with a stick'।[১] শীতকালীন শস্যকাটার সময়মূলত মহিলারা এই আনন্দ উৎসবের সুচনা করে। ফসল ফলার কৃতিত্ব তারা দেয় গবাদিপশুদের। যাদের সাহায্যে চাষের কাজটা তারা সুসম্পন্ন করেছে। তাই মহিলারা দল বেঁধে গরু, মোষ প্রভৃতি গবাদি পশুর উপাসনা করে, তাদের সম্মান জানায়। দেওয়ালির পরপরই কার্তিক - অগ্রাহায়ণ মাসে এই উৎসব পালিত হয়। এই উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অংশ সংগীত, নৃত্য ও চিত্রকলা। এই সংস্কতির এক বিশেষত্ব হল অনন্য দেওয়াল চিত্র। বাড়ির মহিলারা প্রাকৃতিক রং ব্যবহার করে এই দেওয়াল চিত্রগুলি আঁকেন। প্রজন্মের পর প্রজন্মের মহিলারা এই ধরনের শিল্প সৃষ্টি করে আসছেন। মাটির বাড়িগুলোকে পরিষ্কার করে তারা এই চিত্রগুলি দিয়ে দেওয়াল গুলোকে সজ্জিত করে তোলেন। সোহরাই উৎসব সাধারণত ৫ দিন ধরে চলে। গ্রামের বয়োজেষ্ঠ্য ব্যক্তিত্ব বা গ্রামীন সর্দার উৎসবের দিন নির্ধারণ করেন।

তবে উৎসবটি একেকটা 'disom'[২] (দেশ/ ভূখন্ড)-এ এক এক সময় পালিত হয় যেমন sikar disom[৩] এ এই উৎসব পালিত হয় কার্তিক মাসে আবার Sant disom[৪] এটি পালিত হয় পৌষের শেষে। এই উৎসবটি সাঁওতাল

পরিবারগুলোর ক্ষেত্রে পারিবারিক পুনর্মিলনের সময়। দূরদূরান্ত থেকে পরিবারের বিভিন্ন সদস্যরা এই সময়ে বাড়ি ফেরে, মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে ফেরে উৎসবে অংশ নিতে। তাদের প্রচলিত বিভিন্ন দেবদেবীকেও তারা এই সময় পূজো করে। মৃত আত্মীয়দের স্মরন ও এই সময়ে করা হয়। তবে এই সময় তারা গ্রামীন দেবতাদের উপাসনা করে না 'জাহারথান' বা পবিত্র কুঞ্জে গিয়ে। মূলত পাঁচ দিন ধরে এই উৎসব চলে - উম মোহা, বঙ্গান হিলক, কুন্তাও দাংরা, জালেয়, ও সাকরাত।[৫] উম মোহা (Oom Mahah) হল সোহরাইয়ের সূচনা পর্ব। ওই দিন তারা গোয়ালঘর ও আশেপাশের অংশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে উৎসব শুরুর প্রস্তুতি নেয়। মহিলারা সোহরাই শিল্প দিয়ে ঘর, দেওয়ালকে সুসজ্জিত করে এই দিনে। পুজোর জায়গাও প্রস্তুত করে বাড়ির বাইরের মাঠে। সেখানেই নৈবেদ্য দেওয়ার ও উপাসনার ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় দিন বা বঙ্গান হিলক (Bongon Hilok) দিনে তারা দেবতা ও আত্মাদের আহবান জানায়। এই দিন তারা দেবতা ও পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে এক আধ্যাত্মিক সংযোগ সৃষ্টি করে। ওই দিনের পরিবারের প্রধান সারাদিন পূর্বপুরুষদের স্মরণে উপোস রাখেন। তৃতীয় দিন - কুন্তাও দাংরা (Kuntou Dangra) দিনটিতে তারা গবাদি পশুকে স্নান করিয়ে, সাজিয়ে তোলে। গ্রামের মানুষরা গবাদি-পশুদের সকালে মাঠে নিয়ে যায় চড়াতে। সেখানে তাদের সবুজ ঘাস খেতে দেয় তারপর কাছাকাছি নদী বা পুকুরে তাদের স্নান করিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে। সন্ধ্যে নামলে গোশালায় গিয়ে প্রদীপ জ্বালানো হয়, ঘরের বিভিন্ন কোণে কোণেও অনেকে প্রদীপ দেয়। এমনকি তাদের শিঙকেও রাঙিয়ে তোলে তেল আর সিঁদুর দিয়ে। ঔষুধি গুনসম্পন্ন গাছ খুজরির[৬] তেল দেওয়া হয় তাদের শিং–এ। এমনকি এই তেল তাদের সারা শরীরেও মাখানো হয় প্রতিষেধক রূপে। পরিবারের সদস্যরা ধানের ছড়া নিয়ে পুজো করে আর পরে সেটাই গবাদি পশুর মাথায় মালা করে পড়ায়। ঘর ও গবাদি পশুকে সাজানোর পর তারা লক্ষীপুজো করে। সেই বিশেষ প্রসাদ গবাদি পশুদের খেতেও দেওয়া হয়। সেই প্রসাদ মানুষও খায়। এরপর শুরু হয় তাদের কেন্দ্র করে নাচ গান। এই দিনের মূল তাৎপর্য হল গবাদি পশুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো, সম্মান জানানো। কারন তাদের জন্যই ওই অঞ্চলের মানুষজন চাষাবাদ করে খেতে পড়তে পারছে। চতুর্থ দিনটি বা জালেয় (Jaley) দিনটিতে তারা আশেপাশের মানুষের বাড়ি যায়। আত্মীয়দের বাড়ি ঘুরতে যায়। অতিথি আসলে তাকে তারা ভাত, বা অন্যান্য ভালো ভালো খাবার খেতে দেয়। এই দিনটিতে মূলত মানুষে মানুষে জনসংযোগ তৈরী করা হয়, পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোই এই দিনের মূল তাৎপর্য। শেষদিন বা সাকরাত (Sakrat) দিনটিতে তারা অশুভ শক্তিকে দূরীভূত করতে নানা রকম অনুষ্টান করে। শেষে বিকেলে নানা রকম খেলাধূলা আমোদ প্রমোদে তারা মত্ত হয়ে ওঠে। প্রকৃতির সাথে মিলে মিশে গিয়ে তারা এমনকি কাদা নিয়েও খেলা ধুলা করে। ওই দিন খাওয়া-দাওয়া, মেলামেশা আনন্দ করার দিন। সামাজিক মেলবন্ধন ওই দিনটিতেই পাকাপোক্ত হয়।

সার্বিক ভাবে এই উৎসবের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, পশুর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি সামাজিক ঐক্যকে সুপ্রতিষ্টিত করা হয় এক অনাড়ম্বর, প্রানবন্ত উৎসবের মাধ্যমে। নাচ, গান, খাওয়া-দাওয়া হৈ হুল্লোর এই উৎসবের প্রাণ। এই উৎসবের একটা গুরুত্বপুর্ন বৈশিষ্ট্য হল সাঁওতালদের নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে নৃত্য-গীত পরিবেশনা। পথে ঘাটে তারা এই সময়ে নেচে গেয়ে বেড়ায়। তুমদা নামের মাটির তৈরী একধরনের ঢাক, তমাক নামে একবিশেষ ধরণের ঢোল তারা এই সময়ে বাজায়। তাছাড়া মাদল, করতাল, বাঁশির মত বাদ্যযন্ত্র তো আছেই, যেগুলো সাঁওতালি নাচ গানের অপরিহার্য অঙ্গ। অন্যান্য জনগোষ্ঠীর উৎসবের মতই সোহরাই উৎসবের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই নাচ, গান নাটক। ঝুমুর, ছৌ ও পাইকা এই ধরনের নাচ এই উৎসবের প্রাণ। শহরে মানুষের চোখে এর সৌন্দর্য ফিকে লাগলেও এতে স্বতঃস্ফূর্ততা, সম্প্রদায়ের আত্মীকতার স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। এই উৎসবে নাচ, গান, নাটকের পাশাপাশি নানা শিল্পকর্ম দেখা যায়। বিশেষত নানা চিত্র ও হস্তশিল্প যেমন - ডোকরার ধাতুশিল্প, বাঁশের হস্তশিল্প, কাঠের হস্তশিল্প এবং মৃৎশিল্প প্রভৃতি। এই শিল্পগুলোর মধ্যে দিয়ে এই জনগোষ্ঠীর মানুষগুলোর সৃষ্টিশীলতা প্রকাশিত হয়।

সঙ্গীত, নৃত্য হৈচৈ এ তারা এই সময়ে মত্ত থাকলেও সোহরাই উৎসবের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সোহরাই শিল্প। যা ভারতীয় লোকসংস্কৃতিকে এক অন্য মার্গে পৌঁছে দিয়েছে। এই চিত্রশিল্পের মূল বিষয়ই হল প্রকৃতি, কৃষি এবং মানুষ ও পশুর মধ্যেকার প্রতীকী সম্পর্কের মধ্যে যে মেলবন্ধন আছে - তা ফুটিয়ে তোলা এই শিল্পগুলিকে পবিত্র বলে মনে করা হত। এই শিল্পের শিল্পীরা হলেন জনগোষ্ঠীর মহিলারা। যুগে যুগে মারাই তাদের কন্যা সন্তানদের এই শিল্পধারাকে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 81
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 657 - 664
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শিখিয়ে চলেছে। এই চিত্রগুলিকে স্বাস্থ্য, সম্পদ ও উর্বরতার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই চিত্রগুলো রঙিন ও যেমন হত তেমনি একরঙাও হত। সোহরাই শিল্পের চিত্রগুলো আঁকা হত মূলত মাটির দেওয়ালে। যেখানে সাদা মাটি ও গোবরের মিশ্রণ দিয়ে একটা মসৃণ ভিত তৈরী করা হয় ছবি আঁকার জন্য। তার ওপর মহিলারা ক্লে, চারকোল, পাতা, গাছের নির্যাস, ভাতের মাড়ও ক্রিমের মিশ্রণ প্রভৃতি দিয়ে প্রাকৃতিক রঙ তৈরী করে আঙ্গুল, চিরুনি গাছের ডালপালা বা কাপড়ের টুকরো দিয়ে মাটির দেওয়ালে ছবি আঁকে স্বতস্ফুর্তভাবে। নিজেদের মনের মাধুরী দিয়ে মহিলারা তাদের চিত্র অংকন করে। কখনও তারা পশুর ছবি আঁকে, কখন বা পাখির। তবে তাদের মূল লক্ষ্য থাকে গ্রামীন জীবনের সাথে সাযুজ্য রেখে শিল্প সৃষ্টি করা। পশুর মধ্যে তারা হাতি, ময়ূর, হরিণ, ছাগল, সাপ, টিকটিকি, ঘোড়ার চিত্র দেওয়ালে ফুটিয়ে তোলে। তবে তাদের চিত্রে ফুল ও থাকে, বিশেষ করে পদ্মফুলের চিত্র। গ্রামীন জীবন, পরিবেশ ছাড়াও তাদের হাতে ফুটে উঠত পশুপতির ছবি এবং লাল-কালো জ্যামেতিক লাইন যা মূলত উর্বরতা, বংশধারার প্রতীক রূপে চিহ্নিত করা হয়। পশুপতির ছবি তারা আঁকেন কারন তিনিই তো সমস্ত পশুর সৃষ্টিকর্তা। উর্বরতার চিত্র আঁকেন কারন উর্বতার ধারণাটি প্রতীকি, এর দ্বারা নারীর উর্বরতা ও ধরিত্রী মায়ের উর্বরতা দুটিকে প্রকাশ করে তারা সোহরাই শিল্পের মধ্যে দিয়ে। তাদের চিত্রের মধ্যে জন্ম মৃত্যুর চক্র ও ফুটে উঠে কখন কখনো। হাতির প্রতি তাদের একটা দুর্বলতা দেখা যায়। কারন তারা মনে করে ধান উৎপাদনকারী সম্প্রদায়ের সাথে হাতের একটা যোগ আছে। কিছু কিছু চিত্রে তারা মানুষও আঁকে। যেমন – ঘোড়ার পিঠে মানুষ। সরল রৈখিক ভাবে তারা মানুষের চিত্র আঁকে, যেগুলো জটিলতা বর্জিত।সোহরাই শিল্পের বিশেষত্বই হচ্ছে মাটির সাথে সংযোগ। আশেপাশের পরিবেশ, প্রথা, সম্পদকে গুরুত্ব দিয়ে তার সাথে তাল মিলিয়ে শিল্প সৃষ্টি। যদিও সোহরাই শিল্পের অঞ্চলে ভেদে নিজস্বতা আছে। ময়ূরভঞ্জে একধরণের চিত্র চোখে পড়ে আবার হাজারীবাগে অন্য ধরণের। তবে ময়ূরের ছবি সোহরাই শিল্পের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই অঞ্চল ভেদে ছবির বিষয়বস্তু পরিবর্তীত হওয়া প্রসঙ্গে কেরকেত্তা (Kerketta) দেখিয়েছেন যে হাজারিবাগের সোহরাই চিত্রে প্রায়ই গরুর চিত্র পাওয়ায় যায়, কারন ঐ অঞ্চলের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সাথে গরুর গভীর যোগ। আবার গুমলা জেলার চিত্রে 'tree of life' এর আধিক্য। অন্যদিকে দামোদর উপত্যকা অঞ্চলে জল জীবনের ছবির সংখ্যায় বেশি। অন্যদিকে লাতেহার জেলার ছবিতে পৌরাণিক ব্যক্তিত্ব ও প্রতীকদের ছবির ছড়াছড়ি।[৭] বিভিন্নতা থাকলেও এই সমস্ত চিত্রই সোহরাই শিল্পের বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করে। আর নিঃসন্দেহে তাই এই চিত্র শিল্প সোহরাই সংস্কৃতিকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।

সোহরাই শিল্পের দুটি ভাগ আছে বিয়ের সময় যে অনুষ্টানের চিত্র পাওয়া যায় তাকে খভার (khovar) বলা হয় আর ফসল কাটার উৎসবটির চিত্র সোহরাই নামেই পরিচিত। তবে একটা বিষয় লক্ষনীয় যে, খোভার চিত্রকলায় দেবীর স্তুতি করা হয়েছে, অন্যদিকে সোহরাইয়ের দেয়ালচিত্রে পশুপতি বা সৃষ্টিকুলের শাসকের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা হয়েছে। সোহরাই উৎসবটির সাথে ফসল কাটার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। সোহরাই চিত্রগুলো সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা হল এই ছবিগুলো সৌভাগ্যের প্রতীক। এই ছবিগুলোর দিকে তাকালে মানুষের ভাগ্য খুলে যায় বলে তারা বিশ্বাস করে। সোহরাই চিত্রের ধারার সূত্রপাত সুপ্রাচীনকাল থেকে হলেও প্রথম দিকে অনুমিত হয় এগুলো গুহাচিত্রই ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এগুলো ঘরের দেওয়ালে মহিলারা আঁকতে শুরু করে। ফসল কাটার সময়টা কৃষকের ঘরে আনন্দের সময় আর তাই সোহরাই উৎসব সম্পর্কে প্রচলিত ধারনা হল - মারাঙ্গ বরু (Marang Buru) বা পর্বতের দেবতা ও জাহের আয়ও (Jaher ayo) জঙ্গলের দেবী ও স্বর্গ থেকে আসা সাঁওতালদের বড় বোন এই সময়ে তাদের ভাইদের বাড়িতে বেড়াতে আসে।[৮] আর এই আসা উপলক্ষেই বাড়ির মহিলারা সুন্দর করে নিজেদের বাড়িকে সাজিয়ে তোলে। প্রচলিত ধারনাকে মাথায় রেখেই এই সময়ে সাঁওতাল ও অন্যান্য জনগোষ্টীর মানুষরা আত্মীয়দের বাড়িতে বেড়াতে আসে। চারদিক উৎসব মুখরিত হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে খভার (khovar) স্টাইলের চিত্র অঙ্কন করা হয় বিয়েকে কেন্দ্র করে। সেই সময়ে বিয়ের বাসরের ভেতরের দেওয়ালগুলোকে বিভিন্ন চিত্রে সুসজ্জিত করে তোলা হয়ে থাকে। এইভাবে সোহরাই শিল্পের দুটি ধারা সোহরাই ও খভার (Khovar) স্টাইল পূর্বভারতের গ্রামীন জনগোষ্টীগুলির সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে তোলে। তাদের চিত্রে লাল, কালো, সাদা ও হলুদ লাইন[৯] - এর ব্যবহারের আধিক্য দেখা যায়। মূলত লাল উর্বরতা, পূর্বপুরুষের রক্তের প্রতীক হিসেবে তারা ব্যবহার করে। কালো লাইন ও তারা আঁকেন শিব শম্ভুকে স্মরণ করে। তাছাড়া মৃত্যুর সাথে কালোর এক নিবিড় যোগ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 81
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 657 - 664
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আছে। আর জন্ম-মৃত্যু দুই শাশ্বত সত্যকে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত করতে তারা লাল, কালো রংকে বারবার ব্যবহার করেন। সাদা হল খাদ্য, দুধ – এইগুলোর প্রতীক। জীবনে অরপরিহার্য প্রয়োজন খাদ্য আর তাকেও তারা চিত্রে প্রকাশ করে সাদা লাইন ব্যবহার করে। হলুদ রঙের ব্যবহার ও সোহরাই চিত্রে চোখে পড়ে কারন হলুদ হল শস্যের প্রতীক। ভালো করে লক্ষ্য করলে সোহরাই শৈল্পিক সৃষ্টির মতো বিষয়বস্তু সিন্ধু সভ্যতার সীলমোহর এবং ইরান ও মেসোপটেমিয়ার চিত্রিত মৃৎশিল্পেও দেখা যায়।

সোহরাই চিত্রের আরেকটি ধারা হল হাজারিবাগের ইসকো বা রক আর্ট। এই চিত্রগুলোর সাথে খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০ ও খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ বছর[১০] আগের গুহাচিত্রের অসম্ভব সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শুধু পার্থক্য হল আগে এগুলো গুহাচিত্র ছিল সময়ের সাথে সাথে এগুলো এখন মাটির দেওয়ালে চিত্রিত হতে দেখা যাচ্ছে। প্যালিওলিথিক যুগের রক আর্টের সাথে এগুলোর সাদৃশ্য প্রমান করে যে সোহরাই শিল্পরীতি সুপ্রাচীন কাল থেকেই প্রবহমান। হয়তো তার মাধ্যমটা বদলে গেছে। এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপরিসীম। ঐতিহাসিকদের একটি গোষ্ঠী মনে করে সোহরাই শিল্প হল দেওয়াল চিত্রকলার প্রাচীনতম জীবন্ত ঐতিহ্য। এপ্রিল ১৯২৩ সালে Archaeological Survey of India Isko Rock Art এর এলাকাকে জাতীয় স্মৃতিসৌধের তকমা দিয়েছে।[১১]

সোহরাই লোকসংস্কৃতির স্বাতন্ত্রতা তাদের নারীকেন্দ্রিকতা। মা থেকে মেয়ের হাত ধরে এই শিল্পচর্চা প্রবাহিত। মালো দেবী,[১২] সুজা দেবী[১৩] প্রমুখ কয়েকজন সোহরাই শিল্পীদের নাম শোনা যায়। এরা কুর্মী মাহাতো সম্প্রদায়ের মানুষ। সমাজে যেখানে যুগে যুগে মহিলাদের অপাংক্তেয় করে রাখার প্রবণতা চোখে পড়ে সেখানে সোহরাই সংস্কৃতিতে মহিলাদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তাদের শিল্পকলা নারীকেন্দ্রিক। তারা সমাজের ধারক ও বাহক হিসাবে নারীদের স্বীকৃতি যে দেয় তা তাদের সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারাগুলো লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। কৃষি যে তাদের অর্থনিতির ভিত তা তারা জানে আর এই ভিতের মূল রক্ষক নারী - তা মানবী হোক বা ধরিত্রী মাতা এই সত্য তাদের শিল্পে, তাদের উৎসবে, তাদের সংস্কৃতির আনাচে কানাচে লক্ষ্য করা যায়।

সোহরাই লোকসংস্কৃতির আরো একটি বৈশিষ্ট্য তারা সোহরাই উৎসবের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ও তাদের পূর্বপুরুষদের সম্মান জানায়। তাদের শস্যশ্যামলা থাকার জন্য তারা তাদের দেবতা ও পূর্বপুরুষদের ধন্যবাদ জানায় এই উৎসবের মধ্য দিয়ে। তাদের এই চিন্তাভাবনা নিঃসন্দেহে অনন্য। পাশাপাশি থেকে মানুষে মানুষে যেখানে বিভেদের পাঁচিল আকাশচুম্বী সেখানে এইভাবে অন্তরের অন্তস্থল থেকে পূর্বপুরুষদের ধন্যবাদ দেওয়ার এই প্রথা প্রশংসনীয়। সোহরাই লোকসংস্কৃতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ন বৈশিষ্ট্য পশুর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। হানাহানি মারামারির এই পৃথিবীতে মানুষের পশুদের প্রতি আন্তরিকতা সোহরাই লোকসংস্কৃতির এক ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য। তারা শস্য ফলানোর জন্য পশুদের অবদানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণে রাখে। ফলে শুধু যে তারা পশুদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করে বা তাদের ধন্যবাদ দেয় ফসল ফলানর জন্য তা নয়। তারা পশুদের অধিকারের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয় এবং পশুস্বার্থ রক্ষার বিষয়টিকেও উৎসাহ দেয়।

সোহরাই লোকসংস্কৃতির গুরুত্বপুর্ন অধ্যায় সোহরাই উৎসব আর তার সবচেয়ে নান্দনিক অংশ সোহরাই শিল্পকর্ম। নানা ধরণের মাটি ব্যবহার করে, রঙ ব্যবহার করে তারা সৃষ্টি করে অপূর্ব চিত্র। সনাতনী পদ্ধতিতে তৈরি তাদের শিল্প প্রশংসনীয়। তাদের কাজের নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে ঝাড়খন্ড সরকার এই শিল্পশৈলীকে রক্ষা করার জন্য ও উৎসাহিত করার জন্য নানা পদক্ষেপ নিতে এগিয়ে এসেছে। এমনকি রাঁচির বাইরের দেওয়ালকে সুসজ্জিত করা হয়েছে সোহরাই চিত্রকলা দিয়ে। ফলে লোকচক্ষুর আড়ালে গড়ে ওঠা এই শিল্প শহরের শিল্প অনুরাগী মানুষদের মনেও জায়গা করে নিয়েছে। শিল্পের স্বার্থকতা দর্শকের প্রশংসায় আর সরকারের প্রচেষ্টাতেই বৃহত্তর জগতের কাছে ক্রমে সোহরাই শিল্প পৌঁছে যাচ্ছে। সমাদৃত ও হচ্ছে। ফলে বিভিন্ন এন.জি.ও. এগিয়ে আসছে সোহরাই শিল্পীদের সম্মান জনাতে। মহিলাদের ট্রেনিং দিতে, তাদের শিল্পকে প্রদর্শিত করতে বা বাজারমুখী করে তুলতে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় তাই দেওয়াল চিত্র থেকে এই শিল্প আসতে আসতে জায়গা করে নিচ্ছে ক্যানভাসে, কাপড়ে বা ফ্যাশান দুনিয়ায়। এরফলে গ্রামীন অঞ্চলের মহিলারা নিজেদের প্রতিভাকে যেমন জন সমক্ষে তুলে ধরতে পারছে তেমনি নিজেদের একটা জীবিকার সন্ধান ও পাচ্ছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 81
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 657 - 664
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২০০১ সাল থেকে খোভার ও সোহরাই শিল্পের প্রদর্শনী হতে শুরু করে ইউরোপে ও কানাডায় প্রায় এক দশক ধরে ইউরোপ ও কানাডায় তাদের কাজকর্ম প্রশংসিত হতে থাকে বারবার। এমনকি, La Rochelle (France) এবং Rietberg Museum (Switzerland) ও USA-তে তাদের প্রদর্শনী সফল হয়।[১৪] ২০০৮ সালে জাস্টিন ইমাম ও অলকা ইমাম গড়ে তোলেন 'VIRASAT Trust'। এই সংস্থা আদিবাসী মহিলা শিল্পীদের সামাজিক ও আর্থিক ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট। তারা সোহরাই খোভার শিল্পকে রক্ষা করা, সংরক্ষন করা ও বিশ্ব দরবারে ছড়িয়ে দেওয়ার গুর দায়িত্বও নিয়েছে। এই সংস্থা সংস্কৃতি মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারি প্রতিষ্টা করে সোভারি চিত্রগুলিকে সেখানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা ও করেছে।[১৫] সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি কিছু সংস্থা এবং ব্যক্তিরাও এগিয়ে আসেন এই লোকসংস্কৃতিকে বিশ্বদরবারে ছড়িয়ে দিতে। বিরেন্দ্র কুমার নামের একজন ইঞ্জিনিয়ারের তৈরী 'মাটি ঘর'[১৬] (Maati Ghar) NGO-টি ও সোহরায় ও খোভার শিল্পীদের সাহায্য করার কাজটি সুদক্ষভাবে সামলাচ্ছে। স্তম্ভ (Stambh) নামের আরেকটি NGO ও এইসব আদিবাসী শিল্পীদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা নিয়েছে। এই রকমই এক উদ্যোগে ২০১৫ সালে সোহরাই শিল্পীরা তাদের সম্ভার নিয়ো জাপানের তোকিওতে প্রদর্শনীতে যান অংশ নিতে। ২০১৫ সালে হাজারীবাগ রেলওয়ে স্টেশনটিকে খোভার ও সোহরাই শিল্পদিয়ে সুসজ্জিত করে তোলা হয়। পরবর্তী সময়ে ওই স্টেশনে গিয়ে প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীই শিল্প ও শিল্পীদের প্রশংসা করেন। ফলস্বরূপ ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন ঝাড়খন্ডের সব গুরুত্বপুর্ন বাউন্ডারি দেওয়াল ও সরকারি ভবনগুলিকে সোহরাই ও খোভার চিত্র দিয়ে সুসজ্জিত করতে হবে।[১৭] নির্দেশটি যথাযঠভাবে পালিত ও হয়। এইভাবে ক্রমে একটি লোকশিল্প নিজেদের চেনা পরিচিত চৌহিদ্দীর বাইরে ছড়িয়ে পড়ে জনপ্রিয়তাও পায়। ক্রমে গড়ে ওঠে The Tribal women's Artistic cooperative (১৯৯৫) সোহরাই শিল্পীদের এইসব অসামান্য সৃষ্টির স্বীকৃতি স্বরূপ ২০২০ সালে ১৩ই মে সোহরাই-খোভার শিল্প ভারত সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে এবং চেন্নাইয়ের রেজিস্ট্রার অফ জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেটর-এর কাছ থেকে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের প্রথম ভৌগোলিক নির্দেশক (Geographical Indicator) স্ট্যাটাস ট্যাগ পায়।[১৮]

সোহরাই এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল সাম্প্রদায়িক ঐক্য। সবাই মিলে মিশে উদযাপনের আনন্দ প্রকাশিত হয় এই উৎসবে। নিজেদের ক্ষুদ্র পরিসরে গড়ে তোলে এক আলোকোজ্জ্বল প্রাণবন্ত ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল যা জন্ম দেয় একতার সুরের। সমস্ত প্রতিকুলতাকে উপেক্ষা করে বিভেদ, বিভাজনকে পাশে সরিয়ে সাম্যের গান গেয়ে ওঠে তারা। এখানেই তাদের স্বার্থকতা। এই উৎসবের হাত ধরে সাঁওতাল, কুর্মি প্রভৃতি মানুষগুলো নিজেদের শিল্প সংস্কৃতিকে প্রকাশ করার সুযোগ পায়। নিজেদের প্রথাকে সর্ব সমক্ষে নিয়ে আসে। তৈরী করে এক অন্যরকম লোকসংস্কৃতির আবহ যা যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। শৈল্পিক, আধ্যাত্মিক, মানসিক গরিমার পাশাপাশি এই উৎসব অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যকে প্রকাশ করে। কৃষির গৌরব তুলে ধরার পাশপাশি নানা ধরনের হস্তশিল্পকে প্রদর্শিত করার সুযোগ দিয়ে এই সংস্কৃতি নানা ধরণের শিল্পীদের সম্মানিত করে, তাদের জীবিকার পথকে প্রশস্ত করে তোলে। এইভাবেই শহরের কলকোলাহল থেকে বহুদূরে, সভ্যতার সদম্ভ গর্জন থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে নিজেদের সাবলম্বী করে রেখেছে তারা। তাই সোহরাই উৎসব, সোহরাই শিল্প নিঃসন্দেহে এক নজিরবিহীন লোকসংস্কৃতি।

লোকসংস্কৃতির একটা মূল বিষয় মানুষ-সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক। তাই আদিবাসী সংস্কৃতির গুরুত্ব শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক নয় বরং পরিবেশগত দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ন। আধুনিক যুগে যেখানে পরিবেশ দূষণ, প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার বাড়ছে সেখানে আদিবাসী সংস্কৃতি আমাদের কাছে এক মূল্যবান শিক্ষক। সোহরাই তেমনই এক সংস্কৃতির স্রস্টা যা আমাদের প্রকৃতির সাথে সহবস্থানের শিক্ষা দেয়, মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে ও সংস্কৃতি সংরক্ষন ও সম্মানের গুরুত্ব অনুধাবন করায় পাশাপাশি এই সংস্কৃতি ঐতিহ্য ও পরিবেশ রক্ষার এক গুরুত্বপূর্ন মাধ্যম বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

সোহরাই শিল্পের ঐতিহ্য আজও প্রবহমান থাকলেও তার কিছু কিছু পরিবর্তন নিঃসন্দেহে ইদানীং কালে চোখে পড়ছে। নগরায়ণ, আধুনিকতা, বিশ্বায়নের জোরালো উপস্থিতি শহরের গন্ডী অতিক্রম করে গ্রামে-গঞ্জেও ছড়িয়ে যাচ্ছে। ফলে লোকসংস্কৃতির মঞ্চের সাবেকিয়ানা হারিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি নারীকেন্দ্রিক এই শিল্পে মহিলাদের পাশাপাশি অল্প

বয়সী ছেলেদের এই শিল্পে হাত লাগাতে দেখা যাচ্ছে। কারণ স্থানীয় মহিলারা অন্যান্য কাজে কর্মে জড়িয়ে গিয়ে সরে দাঁড়াচ্ছে এই শিল্পকর্ম থেকে। তাছাড়া আধুনিকতার ছোঁয়ায় প্রচলিত গ্রামিন জীবন-যাপন, পশুপাখির ছবির পাশপাশি হিন্দু দেবদেবীর চিত্র অংকনের প্রবনতা ক্রমে চোখে পড়ছে বেশি করে। অন্যদিকে আবার এখানে ব্যবহৃত রঙের ক্ষেত্রেও ক্রমাগত আধুনিকতার ছোঁয়া লাগছে। প্রকৃতি থেকে আহরণ করা রঙ্গের বদলে বাজার চলতি রঙ আসতে আসতে গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে সোহরাই শিল্পে। অবশ্যই সেগুলো সোহরাই সংস্কৃতির বা যেকোন লোকসংস্কৃতির স্বাতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকারক। তবে স্থানীয় মানুষজন ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্বকে উপেক্ষা করে নিজেদের অস্তিত্বকে রক্ষা করার এই লড়াই সোহরাই চালিয়ে গিয়ে লোকসংস্কৃতির গৌরবকে অক্ষুন্ন রাখবে এটাই যদিও কাম্য। নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনন্যতাকে হারাতে না দেওয়া তাই সোহরাই সংস্কৃতির মানুষগুলোর কাছে অদূর ভবিষ্যতে নিঃসন্দেহে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তবুও অনস্বীকার্য যে সোহরাই শুধুমাত্র একটা উৎসব নয় বা চিত্রকলা নয়, বরং এটি হল পরিচয়, ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতার এক মেল্বন্ধন আর এখানেই তার অনন্যতা।

Reference:

১. Kerketta, S. R. (2024). Sohrai Art-The Tribal Art Form of Jharkhand, International Journal of Novel Research and Development, 9 (10), 165

২. Das, Animesh, Rai Dr. Rakesh Rai; Soharai Wall Art of the Santhals : A Visual Chronicle of Culture and Tradition In The Indian Knowledge System, International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT), ISSN : 2320-2882, 3 March, 2025, Vol-13, Issue-3; p. 33

৩. Das, Animesh, Rai Dr. Rakesh Rai; Soharai Wall Art of the Santhals : A Visual Chronicle of Culture and Tradition In The Indian Knowledge System, International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT), ISSN : 2320-2882, 3 March, 2025, Vol-13, Issue-3; p. 33

৪. Das, Animesh, Rai Dr. Rakesh Rai; Soharai Wall Art of the Santhals: A Visual Chronicle of Culture and Tradition In The Indian Knowledge System, International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT), ISSN : 2320-2882, 3 March, 2025, Vol-13, Issue-3; p. 33

৫. Kumar Sheuli : sohri Traditional Culture of the Tribal People : International Journal for Multidisciplinary Research; E-ISSN : 2582-2160, vol-5, issue-6, Nov-Dec, 2023; p. 2

৬. Modak, Paresh, Rani Poonam : Sohrai Puja and Aripan of Hazaribagh, Elementary Education Online, 2020, vol 19 (Issue : 4) p. 7127

৭. Kerketta, S. R. (2024). Sohrai Art-The Tribal Art Form of Jharkhand, International Journal of Novel Research and Development, 9 (10), 166

৮. Basu, Gouri, (Compiled & Edited) : Chitralok Folk Art of India: Published by: Eastern Zonal Cultural Centre Kolkata, p. 39

৯. Basu, Gouri Compiled & Edited) : Chitralok Folk Art of India: Published by: Eastern Zonal Cultural Centre Kolkata, p. 39

১০. Roy Choudhury, Indrajit, Sohrai : A Tribal Festival Of Gratitude, Art & Harmony in Jharkhand, Cultural Currents.

১১. Kerketta, S.R. (2024). Sohrai Art-The Tribal Art Form of Jharkhand, International Journal of Novel Research and Development, 9(10), 165.

১২. Modak Paresh, Rani Poonam : Sohrai Puja and Aripan of Hazaribagh, Elementary Education Online, 2020, vol 19 (Issue : 4) p. 7129

১৩. Modak Paresh, Rani Poonam: Sohrai Puja and Aripan of Hazaribagh, Elementary Education Online, 2020, vol 19 (Issue : 4) p. 7129

১৪. Roy Dr. Indrani. Sohrai And Khovar Painting : A Prospective Of Skill Development And Entrepreneurship Among Tribal Artists Of Jharkhand : International Journal Of Research and

Analytical Reviews (IJRAR), (E-ISSN 2348-1269, P - ISSN 2349-5138) : 2023 IJRAR February 2023, Volume 10, Issue 1, p. 923

১৫. Roy Dr. Indrani. Sohrai And Khovar Painting : A Prospective Of Skill Development And Entrepreneurship Among Tribal Artists Of Jharkhand: International Journal Of Research and Analytical Reviews (IJRAR), (E-ISSN 2348-1269, P- ISSN 2349-5138): 2023 IJRAR February 2023, Volume 10, Issue 1, p. 923

১৬. Roy Dr. Indrani. Sohrai And Khovar Painting : A Prospective Of Skill Development And Entrepreneurship Among Tribal Artists Of Jharkhand: International Journal Of Research and Analytical Reviews (IJRAR), (E-ISSN 2348-1269, P - ISSN 2349-5138): 2023 IJRAR February 2023, Volume 10, Issue 1, p. 923

১৭. Roy Dr. Indrani. Sohrai And Khovar Painting : A Prospective Of Skill Development And Entrepreneurship Among Tribal Artists Of Jharkhand: International Journal Of Research and Analytical Reviews (IJRAR), (E-ISSN 2348-1269, P - ISSN 2349-5138): 2023 IJRAR February 2023, Volume 10, Issue 1, p. 924

১৮. Roy Dr. Indrani. Sohrai And Khovar Painting : A Prospective Of Skill Development And Entrepreneurship Among Tribal Artists Of Jharkhand: International Journal Of Research and Analytical Reviews (IJRAR), (E-ISSN 2348-1269, P - ISSN 2349-5138): 2023 IJRAR February 2023, Volume 10, Issue 1, p. 923

Bibliography:

Basu Gouri Compiled & Edited) : Chitralok Folk Art of India: Published by: Eastern Zonal Cultural Centre Kolkata, pg-39

Bul**u** Imam ‘Kovar and Sohrai Art : The Painted Houses of Hazaribagh’ in Heritage India, 2009, 1.4.

Behera Harekrushna, Patra Sushanta Kumar : Sohari Festival: A Celebration of Human-Animal Bond Among Santals in Mayurbhanj, Odisha, International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR) IJRAR.ORG, E-ISSN: 2348-1269, P-ISSN : 2349-5138 : April, 2023:vol-10,I ssue 2, pg - 591-601

Das Animesh, Rai Dr. Rakesh Rai; Soharai Wall Art of the Santhals : A Visual Chronicle of Culture and Tradition In The Indian Knowledge System, International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) : ISSN : 2320-2882, 3 March, 2025, Vol-13, Issue-3; pg-32-40

Modak Paresh, Rani Poonam : Sohrai Puja and Aripan of Hazaribagh, Elementary Education Online, 2020, vol 19 (Issue : 4) pp - 7124-7130

Kerketta, S. R. (2024). Sohrai Art-The Tribal Art Form of Jharkhand, International Journal of Novel Research and Development, 9 (10), 165-169.

Kumar Sheuli : sohri Traditional Culture of the Tribal People : International Journal for Multidisciplinary Research; E-ISSN : 2582-2160, vol-5, issue-6, Nov-Dec, 2023; pg-1—3

Roy Dr. Indrani. Sohrai And Khovar Painting : A Prospective Of Skill Development And Entrepreneurship Among Tribal Artists Of Jharkhand : International Journal Of Research and Analytical Reviews (IJRAR), (E-ISSN 2348-1269, P - ISSN 2349-5138) : 2023 IJRAR February 2023, Volume 10, Issue 1, pp. 921-926

Roy Choudhury Indrajit, Sohrai : A Tribal Festival Of Gratitude, Art & Harmony in Jharkhand, Cultural Currents.

Srivastava, A (2021), Sohrai the tribal art, International Journal of Applied Research, vol 7 (10), pp-175-177, E–ISSN2394-58869.
https://www.Academia.edu/110685319/sohrai_the_tribal_art?uc-sb-sw-87750285